গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা
www.mhapsd.gov.bd

নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৭.২৭.০০৪৭.২৫- ২৮৬

তারিখঃ ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (বিপি-৮১১১১৪৭৫৫৮), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর অঞ্চল, গাজীপুর ইতঃপূর্বে ০৮-০৩-২০২১ হতে ০৫-১১-২০২২ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, গৌরিপুর সার্কেল, ময়মনসিংহ হিসাবে কর্মরত থাকাকালে জনাব মোঃ নুরুল আমিন, পিতা: মোঃ হাসেন আলী, সাং-সিংরইল বড়বাড়ী, থানা: নান্দাইল, জেলা: ময়মনসিংহের দাখিলকৃত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৭ (সাত) জন আসামীর বিরুদ্ধে নান্দাইল মডেল থানার মামলা নং-৩২, তারিখ: ২৯-০১-২০২১,ধারা-১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৫৪/৩৭৯/৩৮০/৪২৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড রুজু হয়। মামলাটি প্রথমে এসআই (নিরস্ত্র) নাজিম উদ্দিন এবং পরবর্তীতে এসআই (নিরস্ত্র) কে এম মনিরুজ্জামান তদন্ত করেন। উক্ত তদন্তকারীগণ তদন্তভার গ্রহণ করে ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে তদন্তকার্য সম্পাদন করে এসআই (নিরস্ত্র) কে এম মনিরুজ্জামান মামলার বাদীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ২১১ ধারা মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিজ্ঞ আদালতে মিথ্যা চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের নিমিত্ত ০৮-০৮-২০২১ তারিখ মামলার ডকেট অফিসার ইনচার্জ, নান্দাইল মডেল থানার নিকট উপস্থাপন করলে তিনি এরূপ ত্রুটিপূর্ণ চূড়ান্ত রিপোর্ট দীর্ঘ ১ মাস পর ০৭-০৯-২০২১ তারিখ অগ্রগামী করেন। কিন্তু উক্ত মামলাটির কেস ডাইরি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্তকালে তিনি তদন্তকারীকে কোনো লিখিত দিক-নির্দেশনা প্রদান বা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি। এর ফলে তদন্তকারী কর্মকর্তা তার খেয়াল খুশিমতো থানায় বসে তদন্তকার্য পরিচালনা করে মেডিকেল রিপোর্টের মতামত দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ না করে চূড়ান্ত রিপোর্ট বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের জন্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি কোনো প্রশ্ন না তুলে (query) চূড়ান্ত রিপোর্ট অগ্রগামী করেছেন এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হয়ে সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ, ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র প্রস্তুত করেন। এছাড়া তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারের চিকিৎসা সনদপত্র দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনায় না নিয়ে প্রাইভেট মেডিল্যাব হেলথ সেন্টার কর্তৃক সিটিস্ক্যান রিপোর্টকে প্রাধান্য দিয়ে শুধুমাত্র সাক্ষীদের জবানবন্দির ভিত্তিতে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও তিনি চূড়ান্ত রিপোর্ট নং-৩৬, তারিখ-০৮-০৮-২০২১ এবং বাদীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ২১১ ধারায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের জন্য অগ্রগামী করেছেন এবং উক্ত মামলায় পুলিশের এসআই (নিরস্ত্র) কে এম মনিরুজ্জামান কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্ট বিজ্ঞ আদালতে গৃহীত হওয়ার পর বাদীর নারাজীর প্রেক্ষিতে ২৭-০২-২০২২ তারিখ অধিকতর তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিজ্ঞ আদালত সিআইডি, ময়মনসিংহকে নির্দেশ প্রদান করেন। তদপ্রেক্ষিতে সিআইডি, ময়মনসিংহের এসআই (নিরস্ত্র) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তদন্তভার গ্রহণ করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পূর্ববর্তী তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক অঙ্কিত সূচীসহ ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্রের সাথে গরমিল পাওয়ায় নতুনভাবে ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অঙ্কন করতঃ সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণ করে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র নং-৭৭,তারিখ:০৯-০৪-২০২৩, ধারা-১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৫০৬/৪২৭/১১৪/৩৪ পেনাল কোডে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত রিপোর্ট অগ্রগামী করার অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শানো হয়। পরবর্তীতে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ২৭-০৮-২০২৫ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

০২। যেহেতু, শুনানিকালে বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ, উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লিখিত মামলাটি দুজন তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ তৈরি করে তদন্ত করেন এবং সেটি পূর্ববর্তী কর্মকর্তা তদারকি করেন। অফিসার ইনচার্জের উপর আস্থা রেখে তার প্রেরিত চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রেরণের দুই দিনের মধ্যে তিনি তা অগ্রগামী করেন। মেডিকেল রিপোর্ট বা সার্টিফিকেট, লিখিত জবাব, শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি;

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হতে

০৩। সেহেতু, জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (বিপি-৮১১১১৪৭৫৫৮), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর অঞ্চল, গাজীপুর ও সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, গৌরিপুর সার্কেল, ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে অধিকতর দায়িত্বশীলতার সাথে কর্তব্য পালনের নির্দেশনা প্রদানপূর্বক সতর্ক করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব

নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৭.২৭.০০৪৭.২৫- ২৬৬

তারিখঃ ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

০২। সিনিয়র সচিব/সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/ জনবিভাগ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন/ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।

০৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা (বর্ণিত প্রজ্ঞাপনটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় জারির অনুরোধসহ)

০৪। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা) জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৫। মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৬। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৭। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

০৮। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশনার জন্য এবং প্রকাশিত গেজেটের কপি এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হলো)।

০৯। জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (বিপি-৮১১১১৪৭৫৫৮), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর অঞ্চল, গাজীপুর ও সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, গৌরিপুর সার্কেল, ময়মনসিংহ।

১০। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১১। অফিস কপি।